মহামারী সঙ্কট চলাকালীন অনলাইন শিক্ষার তাৎপর্য

মোহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরী

সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং

অপ্রত্যাশিত লকডাউনটি ঘরে বসে অনলাইনে শিক্ষাগ্রহণ প্রয়াসের একটি সময় হতে পারে, তবে বিভিন্ন পরীক্ষা বিলম্বিত হওয়ার কারণে এটি যা অফার করে তা হচ্ছে সময়। নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ব সব ধরনের পড়াশোনার জন্য বর্তমান থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে যখন তারা খুব নিষ্ঠার সাথে এটি তাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে সম্ভাব্য উপকার লাভের জন্য ব্যবহার করে থাকে। ওয়েবভিত্তিক শিক্ষা এই পরীক্ষাসমূহের সময় উপযুক্ত এবং অধিক দক্ষ প্রশিক্ষকের কাছ থেকে ন্যূনতম ব্যয়ে শিক্ষালাভ করার সুযোগ। ঘরে বসে অনলাইন শিক্ষা সময় থেকে যতটা সম্ভব উপকার নিতে পারে, যে সুযোগ এখন তাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে।

বলা হয়ে থাকে যে, ই-লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু অবশ্যম্ভাবী স্থায়ী সমস্যা রয়েছে। প্রথম গুরুত্বের বিষয়টি হচ্ছে জাতির মধ্যে অগ্রসর বিভাজন এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও এমন অনেক প্রয়াস ও উদ্যোগ নেয়া হয়নি, যা এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে সংগ্রাম করা অনিবার্য ছিল এ বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে, তাহলে মূলত কেউ এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে, অনলাইন কোর্সগুলো কী ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে কথা বলে। চলমান উপাখ্যান ভবিষ্যতে এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য অনেক বিশেষজ্ঞ রেখে যাচ্ছে এবং ওয়েবভিত্তিক শিক্ষা হচ্ছে এখন একটি মৌলিক বিষয়, যা আমাদের জীবনকে পুরোপুরি থামিয়ে দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারে।

চটজলদি উপসংহারের কারণে এই পরীক্ষার অবস্থাসমূহে, ওয়েবভিত্তিক শিক্ষার স্তরসমূহ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমর্থক এবং আশ্চর্যজনক উপকারী উন্নয়ন, যাকে ই-লার্নিং বলা হয়। ইন্টারনেট শিক্ষার এই কৌশলটি ই-লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী উপায়ে অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করতে পারে। ওয়েবভিত্তিক শিক্ষার স্তরগুলো ঘরে বসে অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি লাভ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে যারা তাদের অফার করা প্রচুর কোর্সসমূহের জন্য ভেঙে পড়েন। বিভিন্ন সরকারি বিভাগের পরীক্ষাসমূহের ওপর সেমিনার থেকে শুরু করে শিল্পকর্মের মতো অনুশীলনে বিশেষায়িত পাঠ্যক্রমসমূহে এমন একটি অন্তহীন রানডাউন রয়েছে যা আপনার কাছে সবচেয়ে পরিমিত ব্যয়ে অ্যাক্সেসযোগ্য। বিশেষ করে সরকারি কর্মসংস্থানের ভিত্তি অনেক অনলাইন পড়াশোনায় আবদ্ধ করেছে, যেমন এই প্রান্তিক সময়ে তারা একটি প্রথাগত শারীরিক বিন্যাসকে সমর্থন করে। এর পেছনের উদ্দেশ্য হলো এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন কোর্সসমূহে তুলনামূলক প্রিমিয়ামের পড়াশোনার সাথে শিক্ষকদের শারীরিক ঘনিষ্ঠতা এবং শিক্ষার পরিবেশ। যাই হোক, নতুনত্বের মধ্যে চলমান অগ্রগতি প্রশিক্ষণ শিল্পকে বিস্মিত করে দিয়েছে।

বাংলাদেশ ই-লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন নয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কোর্সেরা' নামক একটি আমেরিকান শিক্ষার পর্যায়ে ৩৫ মিলিয়নেরও বেশি ক্লায়েন্ট ছিল এবং কোর্স গ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকার পরে ভারত দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। ওয়েবভিত্তিক শিক্ষার সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এর অভিযোজনযোগ্যতা। পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে ঘরে বসে শিক্ষালাভ করা যায়, যখন এটি তার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়। উপরন্তু ঘরে বসে শিক্ষালাভ আমাদের দেশে সাধারণত বিনিয়োগ, ভ্রমণশক্তি, যাত্রা ব্যয় এবং চূড়ান্তভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন কোর্সের ফি মনে করা হয়, যা শুধু তাদের অধিকৃত ক্যালেন্ডারে কষ্ট করে যোগ থাকে। আরও উদ্ভাবনী অগ্রগতি ঘরে বসে পাঠ গ্রহণের অধিকতর মোহনীয়তাকে ত্বরান্বিত করবে।

সম্প্রতি ইন্টারনেট লার্নিং অনেক বড় অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং ইন্টারফেসটি ব্যবহার করা অধিক সহজ। আরও একটি ব্যাপার হচ্ছে ঘরে বসে শিক্ষাগ্রহণ ঘরের কিনারায় বসে একটি হোমরুমের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আপনার প্রশিক্ষকদের সাথে কথা বলার জন্য এবং একই ধরনের কোর্সের পাঠগ্রহণের জন্য অফিস রয়েছে। সর্বাধিক নিশ্চিত বিজয়ী হচ্ছে এর অভিযোজ্য সময়সীমা। ঘরে বসে পাঠগ্রহণ ছাত্রদের বিষয়গুলোর জন্য একটি লক্ষ্য অর্জন করতে পারে– শুধু ক্লাসের সাধারণ সময়ে নয়, বরং তারা নিজেরা ই-মেইল বা কোনো অনলাইন ভিজিট ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে চিন্তাভাবনা ও বিবেচনা করার সময়। অনেক অংশে পরীক্ষাসমূহ এখন অনলাইনে পরিচালিত হয়, কারণ এর উৎপাদনশীল উপাদান এবং ওইসব পরীক্ষার জন্য, যা অনলাইন বিন্যাসে পরিকল্পনা করা হয়েছে, ই-লার্নিং ঘরে বসে পাঠগ্রহণকে ব্যবহারিকভাবে সযত্ন পরীক্ষার সাথে পরিচিত করে তোলে, যা তাদের প্রতিক্রিয়ার সময় এবং অগ্রগতির সম্ভাব্যতা তৈরি করে। ডেমো এবং ডিসকাউন্ট পন্থায় একজন অন্তর্বর্তী প্রশিক্ষক কর্তৃক বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের অ্যাক্সেসযোগ্যতায় অধ্যয়নকারীর পরিপূর্ণতা নিয়মিতভাবে প্রয়োজন হয়। ওয়েবভিত্তিক লার্নিংয়ে একজন শিক্ষক তাদের বন্ধুদের তুলনায় আরও ভালো প্রশিক্ষণ দানের জন্য তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়াতে থাকেন, যাতে ক্লায়েন্টদের অভিজ্ঞতার উন্নতি হয় এবং ঘটনাবলীর জন্য তাদের সাধারণ পরিবর্তনে সহায়তা করে কজ

ফিডব্যাক : shahjabeen2010@gmail.com